বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর সাসটেইনাবল ডেভেলপমেন্ট (বিএএসডি)

বার্ষিক প্রতিবেদন

১ জুলাই, ২০১৯ - ৩০ জুন, ২০২০

১১০ মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

ফোন: ৯১০২৩২৬, মোবাইল: ০১৭১৩৪৫১৮৪৯

Web site: basd-bd.org, Facebook: Basd Ngo

ই-মেইল: basdbd91@gmail.com, bsgomes52@gmail.com

বিএএসডি এর বার্ষিক প্রতিবেদন

ভূমিকাঃ

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর সাসটেইনাবল ডেভেলপমেন্ট (বিএএসডি) দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগণের সামাজিক, শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং মানুষের কষ্ট, দরিদ্রতা, অন্যায় অত্যাচার প্রতিরোধ করার জন্য ১লা জুলাই ১৯৯১ সালে যাত্রা শুরু করে। বিএএসডি, সমাজ সেবা অধিদপ্তর (নিবন্ধন নং: ঢ-০৩২২১, তারিখ:১৪/১২/৯৪), মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (নিবন্ধন নং: এমআরএ, ০৫৫১৮-০৪৪২৬-০০৪৩১, তারিখ:২২/০৭/২০০৯) ও এনজিও বিষয়ক ব্যুরো (নিবন্ধন নং: ৮৮৬, তারিখ: ০৯/০১/১৯৯৫) এর নিবন্ধনভুক্ত। সংস্থার কার্য এলাকা হচ্ছে:- (১) ঢাকা জেলা, (২) নারায়নগঞ্জ জেলা, (৩) গাজীপুর জেলা, (৪) সুনামগঞ্জ জেলা, (৫) মৌলভিবাজার জেলা, (৬) খুলনা জেলা ও (৭) বাগেরহাট জেলা। কার্যক্রমের মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দক্ষতা উন্নয়ন, টেকসই কৃষি/পারমাকালচার, পরিবেশ সম্মত গ্রাম/ইকো ভিলেজ ডিজাইন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন, ক্ষুদ্র ঋণ, ত্রাণ ও পুণর্বাসন, দেশী-বিদেশী, সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সাথে নেটওয়ার্কিং এর মধ্য দিয়ে সফলভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া।

বিএএসডির ভিশনঃ

বিএএসডি সমাজ রূপান্তরের ক্ষেত্রে এমন প্রত্যাশা করে যেখানে সকলেই মানবিক মর্যাদাসহ জীবনের পূর্ণতা ভোগ করতে পারবে।

বিএএসডির মিশনঃ

বিএএসডি একটি যোগ্য, কার্যকরী এবং শিক্ষামূলক সংস্থা হিসাবে কাজ করার লক্ষ্যে কাজ করে থাকে, যার মাধ্যমে সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর করতে পারবে এবং নিগৃহীত ও দু:স্থ মানুষকে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সাহায্য দিয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করতে পারবে।

বিএএসডি পরিচালনা পর্যদঃ

কার্যকরী পরিষদঃ

ক্র. নং	নাম	পদবী
১.	মি. চন্দন জেড গমেজ	সভাপতি
২.	মিসেস নূরজাহান বেগম	সহ-সভাপতি
৩.	মি. বনিফেস এস. গমেজ	সাধারণ সম্পাদক
৪.	মিসেস অলকা হালদার	কোষাধ্যক্ষ
৫.	মি. রিচমন্ড এস. জয়ধর	সহ- সাধারণ সম্পাদক
৬.	মি. সুবাস চন্দ্র হালদার	সদস্য
৭.	মি. মিলন লুইস গমেজ	সদস্য
৮.	মিসেস লাকী জি. গমেজ	সদস্য
৯.	মি. স্টিফেন পি. সিংহ	সদস্য

সাধারণ পরিষদঃ

ক্র. নং	নাম
১.	মি. ফেলিক্স এস. গমেজ
২.	মিস সারা শ্রাবনী দাস
৩.	মিসেস কেকা অধিকারী
৪.	ফা. জেম্‌স কে. রোজারিও
৫.	রেভা বায়রণ পি. বনিক
৬.	মি. অমল এ. গমেজ

৭.	মিসেস নাজরানা ইয়াসমিন
৮.	মি. মাইকেল দে
৯.	মিসেস ছন্দা রাণী শীল
১০.	মি. প্যাট্রিক এ. রড্রিক্স
১১.	ফা. ইগ্নেসিয়াস গমেজ
১২.	মিস জ্যোতি হালদার
১৩.	মিসেস সান্ত্বনা মমতাজ
১৪.	মিসেস এলিজাবেথ হালদার
১৫.	ড. রেভা. প্রিন্স বাড়ৈ

উপদেষ্টা পরিষদঃ

ক্র. নং	**নাম**
১.	ড. টমাস কস্তা
২.	অ্যাড. এডমন্ড গমেজ
৩.	মি. এম. এম. রহমত উল্লাহ
৪.	মি. লুইস এম. বৈরাগী
৫.	মিসেস বার্থা গীতি বাড়ৈ
৬.	মিসেস অমরিতা রোজারিও
৭.	মি. ফরহাদ আহমেদ আকন্দ পম্পি

বিএএসডি এর ২ ধরণের কার্যক্রম রয়েছে, যথা-ক) দাতাগোষ্ঠীর অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্প ও খ) ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম

ক) দাতাগোষ্ঠীর অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পঃ

৪ টি দাতা সংস্থার আর্থিক সহায়তায় বিএএসডি ২০১৯-২০ খ্রীস্টাব্দে মোট ১০ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এগুলি খুলনা, মোংলা ও কক্সবাজার জেলায় পরিচালিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে প্রকল্পের তথ্য তুলে ধরা হল:

১। প্রকল্পঃ Capacity Enhancement and Resource Integration for Area Resilience (CERIAR 4)

ঠিকানাঃ শেলাবুনিয়া, ওয়ার্ড নং-৪ , মোংলা, বাগেরহাট।

দাতাগোষ্ঠীঃ Tearfund Australia

মেয়াদঃ ১ জুলাই, ২০১৯-৩০ জুন, ২০২০

কর্মীঃ পুরুষ-৬, মহিলা ৪, মোট=১০ জন

উপকারভোগীঃ শিশু: ১১০৪, মহিলা: ১৭১৫, পুরুষ: ৫৭৫ জন, মোট= ৩৩৯৪ জন

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ বিএএসডি টিয়ারফান্ড অস্ট্রেলিয়া এর আর্থিক সহযোগিতায় ২০০৫ সালে বাগেরহাট জেলার মোংলা পৌরসভা এলাকায় কার্যক্রম শুরু করে। ২০১২ সালের জুলাই মাসে চিলা ও চাঁদপাই ইউনিয়ন দু'টিকে কর্ম এলাকা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে। এলাকার জনগণের মূল পেশা হলো চিংড়ি ও মাছ, কাকড়া ও সবজি চাষ ও মধু সংগ্রহ করা। প্রকল্পের উদ্দেশ্য সমূহ হলো:

- শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা, অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সংগঠন ও স্বনির্ভর সংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও ফেইজ ওভার করা।
- বিভিন্ন দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংগঠনের সদস্য, নেত্রীবৃন্দদের জীবিকার উন্নয়ন করা।
- দুর্যোগ ও জলবায়ু পরির্তনের ঝুঁকি হ্রাসকরণের জন্য সংগঠনের সদস্যদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়া।
- শিশুদের মানসিক ও সামাজিক নিরাপত্তার জন্য শিশু ক্লাব উন্নয়ন ও ফেইজ ওভার করা।

কার্যক্রম	পরিমাণ
দোকান চালু করা	২টি
কেন্দ্রীয় সংগঠনের অফিস ঘর উন্নয়নের জন্য আংশিক আর্থিক সহায়তা প্রদান করা	১টি
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন করা	৪টি/ ৮০ জন
চিলা ও চাঁদপাই কেন্দ্রীয় সংগঠনের নিবন্ধন করা	২টি
দলের উন্নয়ন ও নেতৃত্ব সর্ম্পকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	৪০ জন/২দিন
শিশু অধিকার, সুরক্ষা, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা	২৪ জন/২দিন
শিশুদের সামাজিক দায়িত্ব, সাংবাদিকতা এবং জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা	১৬ জন/২দিন
শিশুদের জীবন দক্ষতা শিক্ষা প্রদান করা (যৌতুক ও বাল্যবিবাহ, নিরাপদ পায়খানা, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য, শিশু অধিকার, দুর্যোগ পূর্বাপর পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি বিষয়ক, সামাজিক নিরাপত্তা ও জলবায়ু পরিবর্তন)	২০টি/১০০জন
শিশুদের জন্য বিতর্ক, রচনা লেখা, ছবি আঁকা বিষয়ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা	৮টি/১৫০জন
শিক্ষা ও খেলার উপকরণ প্রদান করা	১ বার/৮টি স্কুলে
সামাজিক সমস্যা ও সমাধানের জন্য অ্যাডভোকেসি করা	৫০জন/১দিন
জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপখাওয়ানো এবং কার্যক্রম গ্রহণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা	১৫জন/১দিন
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও প্রস্তুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা	১৫জন/২দিন
সামাজিক, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সচেতনতা সভা করা	১৮টি/১৮০জন
সামাজিক বিষয়ে মুক্ত নাটিকা প্রদর্শন করা	২টি
হাঁস-মুরগি পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা	২০জন/৩দিন
মাছ ও কাঁকড়া চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা	২০জন/৩দিন
জৈব সবজি বাগান বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা	৩০জন/২দিন
কেঁচো সার, তরল সার, মাছের টনিক ও প্রাকৃতিক বালাইনাশক বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা	৩০জন/২দিন
লবণাক্ত মাটির সাথে খাপখাওয়ানো এবং চাষাবাদ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা	৩০জন/২দিন
জৈব সবজি উৎপাদনের প্রদর্শনী কেন্দ্র তৈরি করা	৩০টি
জৈব সবজি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় কেন্দ্র চালু করা	৪টি

শ্যামলীর কর্মসংস্থান

বাগেরহাট জেলার অর্ন্তগত মোংলা উপজেলার চিলা ইউনিয়নের কেয়াবুনিয়া গ্রাম। এই কেয়াবুনিয়া গ্রামে বেশিরভাগ লোকই জেলে। তাদের দুঃখ দুর্দশা ও অভাব অনাটন এই এলাকার নিত্য সঙ্গী।

বিএএসডি ২০১২ সালে এই দরিদ্র জনগণ নিয়ে 'কেয়াবুনিয়া স্বনির্ভর দল' গঠন করে। সদস্যদের সাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য বিএএসডি সেরিয়ার প্রকল্পের মাধ্যমে

বিভিন্ন প্রকার দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, যেমন-মাছ চাষ, মুরগী পালন, ছাগল পালন, সবজি চাষ, দর্জি প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। আর এই সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য স্বনির্ভর দল থেকে ঋণ প্রদান করা হয়।

শ্যামলী মন্ডল (২৮), ২০১৯ সালে কেয়াবুনিয়া দলে সদস্যপদ লাভ করেন। তিনি সদস্যপদ লাভ করার ৬ মাস পর মাছ চাষের জন্য ১০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এই ঋণ পরিশোধ করে পরবর্তীতে তার নতুন দোকানের জন্য ১৫,০০০/- হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে দোকানের মালামাল ক্রয় করেন। শ্যামলীর দোকানের বেচাকেনা বেশ ভালই চলছে, দৈনিক ১০০০-১৫০০ টাকা বিক্রি হয়। এই দোকানের আয় থেকেই তার পরিবারের ভরণ-পোষণ চলে। তিনি এখন খুবই খুশী। এই ১৫,০০০/- টাকা ঋণ পেয়ে তার খুব উপকার হয়েছে বলে মন্তব্য করেন। এই মুহূর্তে কারো থেকে ধার নিতে হলে তাকে অধিক সুদ দেওয়া লাগতো কারণ এখানে মহাজনী সুদের হার অনেক বেশি। এই দোকান না হলে শ্যামলীকে স্বামী মি. মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল (৩৫), একটি ছেলে স্পন্দন (৬) কে নিয়ে পথে বসতে হতো বলে শ্যামলীর মন্তব্য। তিনি ধন্যবাদ জানান, বিএএসডিকে এবং দাতাগোষ্ঠীকে এই সহায়তার জন্য। শামলী ভবিষ্যতে তার দোকানটি আরও বড় করতে চায়, সেজন্য সে সকলের আশির্বাদ প্রার্থী।

২। প্রকল্প: "Learn, follow up and develop of present disaster preparedness, management and Permaculture practice for greater safety of the Mongla"

ঠিকানা: মোংলা পৌরসভা, চিলা ও চাঁদপাই ইউনিয়ন, জেলা: বাগেরহাট
দাতাগোষ্ঠী: Tearfund Australia
মেয়াদ:১ জানুয়ারি, ২০২০ থেকে ৩১ মে ২০২০
উপকারভোগী: ১৪৩০ জন
উদ্দেশ্য: দুর্যোগের হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করা এবং পরিবেশের উন্নয়ন।

কার্যক্রম	পরিমাণ
দুর্যোগের প্রস্তুতির চর্চা, বিশ্লেষণ এবং ব্যবস্থাপনার কৌশলগুলির বিষয়ে ওয়ার্কশপ করা	৩০ জন/১ দিন
দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান	জন (১২ ছেলে, ১২ মেয়ে এবং শিক্ষক ৬ জন)
প্রয়োজনীয় উপকরণ দিয়ে দুর্যোগ কেন্দ্র সজ্জিত করা	৩ টি কেন্দ্র (রেইন কোট-৩ সেট, লাইফ জ্যাকেট-৩ সেট, বুট জুতা-৩ সেট, টর্চ লাইট-৩ সেট, মেগাফোন-৩ সেট)
পারমাকালচার নকশা, চর্চা, বিশ্লেষণ, অনুসরণের জন্য	৩০ জন/১ দিন
পারমাকালচার ডিজাইন কোর্স (PDC) পরিচালনা করা	২০ জন/১০ দিন
শিক্ষা ও সহভাগিতার জন্য পারমাকালচার বাগান প্রদর্শন করা	৬ টি
উপজেলা ভিত্তিক শিক্ষা ও সহভাগিতা সভা করা	১ টি /৩০জন

৩। প্রকল্প:"Permaculture Training and Follow-up Project for the Refugee Families & Bengali Host Communities for better Living"

দাতাগোষ্ঠী: Quaker Service Australia
মেয়াদ: ৭ জানুয়ারি ২০১৯ থেকে ৬ জুলাই ২০১৯
কর্মী: ৩ জন পুরুষ, স্বেচ্ছাসেবী=২০ জন
উপকারভোগী: মহিলা: ২৩০০ পুরুষ: ৩০০০, ৫,৩০০ জন
উদ্দেশ্য: মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে আগত বাস্তুচুত রোহিঙ্গা বসবাসের ফলে পরিবেশের যে ক্ষতি হচ্ছে, সে বিষয়ে সহায়তা প্রদান এবং রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগণ নিজেরা যেন নিজেদের খাদ্য উৎপাদন করতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

৩ জন দাতা প্রতিনিধি, যথা- Ms.Rosemary Morrow, Ms. Ruth Harvey, Mr. Matthew Walker,
ইউনিয়ন: রাজাপালং, উপজেলা-উখিয়া, জেলা-কক্সবাজার মোট ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থীকে ১৪ দিন এবং ক্যাম্প নং: ১৯ ও ২০, উপজেলা-উখিয়া, জেলা-কক্সবাজার এর মোট ২৫ জন রোহিঙ্গাকে মোট ১৮ দিন Permaculture প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৪। প্রকল্প: "Permaculture Project for Rohingya Refugee"

ঠিকানা: ক্যাম্প নং: ১৩ ও ১৯, উখিয়া, কক্সবাজার

দাতাগোষ্ঠী: Quaker Service Australia

মেয়াদ: ১ নভেম্বর, ২০১৯ থেকে ৩০ জুন, ২০২০

কর্মী: মহিলা: ১, পুরুষ: ২, মোট=৩ জন, স্বেচ্ছাসেবী=১৫ জন

উপকারভোগী: শিশু: ১,২০০, মহিলা: ৮,৮০০, পুরুষ: ৮,০০০, মোট= ১৮,০০০ জন

উদ্দেশ্য: মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে আগত বাস্তুচুত রোহিঙ্গারা বসবাসের ফলে পরিবেশের যে ক্ষতি হচ্ছে, তার দূর করা এবং তারা নিজেরা যেন নিজেদের খাদ্য উৎপাদন করতে পারে তার ব্যবস্থা করা। সেই সাথে করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা করা।

কার্যক্রম	পরিমাণ
পারমাকালচার ডিজাইন কোর্স (পিডিসি) প্রশিক্ষণ প্রদান করা	৩০ জন/১৬ দিন
বাগান করার জন্য সবজি বীজ বিতরণ করা	৬০০০ জন
ভিডিও ক্লিপ, সংক্ষিপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন, কেস স্টাডি তৈরি করা	১ টি
কেঁচো সার প্রদর্শনী তৈরি করা	৩০ টি
একই জায়গায় তিন ধাপে সবজি, মুরগি ও মাছ চাষ করা	১০ টি
Corona Virus প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা	২০ জন
Corona Virus থেকে রক্ষার জন্য শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করতে ভেষজ মসলা বিতরণ করা (আদা, লেবু, লবঙ্গ, কালো জিরা)	৮০০ পরিবার /প্রতি পরিবার ১২৫ টাকার মসলা পাবে
Corona Virus থেকে রক্ষার জন্য Hand Sanitizer, Mask বিতরণ করা	৩০০০ পরিবার/৩০০০টি
Corona Virus থেকে রক্ষার জন্য সাবান বিতরণ করা	১৫০০ পরিবার/৪৫০০ টি
Corona Virus থেকে রক্ষার জন্য নিরাপদ পোশাক, থার্মোমিটার, হ্যান্ড গ্লাব্স, জরুরি ঔষধ প্রদান করা	১৫ জন

৫। প্রকল্প: "Permaculture Project for Host Community"

ঠিকানা: গ্রাম: তেলখোলা, বটতলা, তাজনিমারখোলা, চরাখোলা, জামতলী, হল্লোক, উপজেলা: উখিয়া, জেলা: কক্সবাজার

দাতাগোষ্ঠী: Quaker Service Australia

মেয়াদ: ১ নভেম্বর, ২০১৯ থেকে ৩০ জুন, ২০২০

কর্মী: পুরুষ: ২ জন, স্বেচ্ছাসেবী: ৫ জন

উপকারভোগী: শিশু: ১,১০০, মহিলা: ৫,০০৫, পুরুষ: ৪,৯৩৩, মোট=১১,০৩৮ জন

উদ্দেশ্য: স্থানীয় জনগণকে করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা করা, পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো।

কার্যক্রম	পরিমাণ
পারমাকালচার ডিজাইন কোর্স (পিডিসি) প্রশিক্ষণ প্রদান করা	২০ জন/১২ দিন
বাগান করার জন্য সবজি বীজ বিতরণ করা	২০০০ জন/১০০ টাকার
Corona Virus প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা	২০ জন (কর্মী, স্বেচ্ছাসেবী এবং স্থানীয় ব্যক্তি)
Corona Virus থেকে রক্ষার জন্য শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করতে ভেষজ মসলা বিতরণ করা (আদা, লেবু, লবঙ্গ, কালো জিরা)	১৬২ পরিবার/প্রতি পরিবার ২০০ টাকার মসলা
Corona Virus থেকে রক্ষার জন্য Hand Sanitizer বিতরণ করা	১৫০ পরিবার/ ১৫০ টি
Corona Virus থেকে রক্ষার জন্য Mask বিতরণ করা	৫০০ জন/ ৫০০ টি
Corona Virus থেকে রক্ষার জন্য সাবান বিতরণ করা	৫০০ পরিবার/ ১৫০০ টি
Corona Virus থেকে রক্ষার জন্য নিরাপদ পোশাক, থার্মোমিটার, হ্যান্ড গ্লাব্স, জরুরি ঔষধ প্রদান করা	১০ জন/ প্রত্যেকে ১ সেট

৬। প্রকল্প: "Emmergency Dengue Fever Awareness Program in Mongla"

ঠিকানা: মোংলা পৌরসভা, চিলা ও চাঁদপাই ইউনিয়ন, জেলা: বাগেরহাট

দাতাগোষ্ঠী: Tearfund Australia

মেয়াদ: ১ সেপ্টে. ২০১৯ থেকে ৩০ নভে. ২০১৯

উপকারভোগী: মহিলা: ২২০০, পুরুষ: ২০৩৫, মোট= ৪২৩৫ জন

উদ্দেশ্য: জনগণকে ডেঙ্গু সম্পর্কে সচেতন করা ও ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধ করা।

কার্যক্রম	পরিমাণ
গোষ্ঠীর জনগণের জন্য ডেঙ্গু বিষয়ক সচেতনতা প্রশিক্ষণ এবং পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করা	২২৫ জন সদস্য
স্কুল ও গোষ্ঠীর জনগণের জন্য লিফলেট মূদ্রণ ও বিতরণ করা	২,০০০টি
স্কুলে ডেঙ্গু বিষয়ক সচেতনতা প্রশিক্ষণ এবং পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করা	১,০১০ জন ছাত্রছাত্রী

৭। প্রকল্পের নামঃ "Assistance for the Rohinga Refugees"

ঠিকানা: ক্যাম্প নং: ১৬, উখিয়া, কক্সবাজার

দাতাগোষ্ঠী: LUSH Limited.

মেয়াদ: ১ মার্চ, ২০১৯ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

কর্মী: পুরুষ: ৩, মোট = ৩ জন

উপকারভোগী: শিশু: ১০০০ জন, মহিলা: ৫০০০, পুরুষ: ২৪২৭, মোট= ৮,৪২৭ জন

উদ্দেশ্য: মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে আগত বাস্তুচুত রোহিঙ্গারা বসবাসের ফলে পরিবেশের যে ক্ষতি হচ্ছে, তার দূর করা এবং তারা নিজেরা যেন নিজেদের খাদ্য উৎপাদন করতে পারে তার ব্যবস্থা করা। সেই সাথে ডেঙ্গু ভাইরাস থেকে রক্ষা কর ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা।

কার্যক্রম	পরিমাণ
সোলার প্যানেল বিতরণ	১৬৫ টি, ১৬৫ পরিবার
সমন্বিত বাগান বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	১১৮ জন, ৬ দিন
প্রশিক্ষার্থীদের কৃষি উপকরণ প্রদান	১১৩ জন, প্রত্যেক ৪১০০/- টাকার কৃষি উপকরণ প্রদান করা (ঝুড়ি, ঝাঝড়ি, ঝুলন্ত সবজির পাত্র, দড়ি, সার, বীজ, মাটি)
প্রশিক্ষণ উপকরণ	তাবু ৪টি= ৬০০০/-, সার= ২০০০/-, বীজ-৫০০০/-, ম্যাট ৮টি = ৫০০০/-, বেড-৩টি= ১২,০০০/-
ডেঙ্গু সচেতনতা বিষয়ক ওয়ার্কশপ করা	৫টি, ৩০০ জনগণ
মশারী বিতরণ করা	৩৫০০টি, ৩৫০০ জন

৮। প্রকল্প: "Assistance for the Bengali Host Community People"

ঠিকানা: ইউনিয়ন: রাজাপালং, উপজেলা: উখিয়া, জেলা: কক্সবাজার

দাতাগোষ্ঠী: Lush Limited

মেয়াদ: ১ মার্চ, ২০১৯-৩১ আগষ্ট, ২০১৯

কর্মী: পুরুষ: ১ জন, মোট= ১ জন

উদ্দেশ্য: স্থানীয় জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো ও সেখানকার পরিবেশ রক্ষা করা।

কার্যক্রম	পরিমাণ
চারা গাছ বিতরণ	১২০০ টি, ১২০০ টি পরিবার
সম্মনিত বাগান বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	১২০ জন, ৬ দিন
প্রশিক্ষার্থীদের সিড মানি প্রদান	১২ টি দল (৬০ জন), টাকা ২০,০০০ করে
ময়লা রাখার বাক্স স্থাপন	২০ টি বক্স, ২০টি স্থানে

৯। প্রকল্প: Emergency Assistance for Cyclone FANI Affected People of Banishanta.

ঠিকানা: ইউনিয়ন: বানিশান্তা, উপজেলা: দাকোপ, জেলা: খুলনা

দাতাগোষ্ঠী: Transform Aid International, Australia

মেয়াদ: ১২ মে ২০১৯ থেকে ১৯ অক্টোরব ২০১৯

কর্মী: পুরুষ: ১ জন, স্বেচ্ছাসেবী: ১ জন

উপকারভোগী: শিশু: ১০০০, মহিলা: ৬,১৬৮ পুরুষ: ৪০০০, মোট= ১১,১৬৮ জন

উদ্দেশ্য: সাইক্লোন ফনি এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের জরুরি খাদ্য, অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ থাকা ও চলাচলের সুব্যবস্থা করা।

কার্যক্রম	পরিমাণ
চাল, ডাল, তেল, লবণ, আলু এবং খাবার পানি সরবরাহ করা	১০০ পরিবার, প্রতি পরিবারে ১০০০ টাকার পণ্য বিতরণ
সীম, লাউ, কুমড়া এবং শাকের বীজ বিতরণ করা	১০০০ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার, ৫০০ টাকার বীজ প্রতি পরিবার
বাঁধ মেরামত করা	দলিত গ্রামের ০.৭ কি.মি বাঁধ মেরামত করা হয়েছে
বাড়ি মেরামত	৩০ টি বাড়ি, প্রতিটি বাড়ি ১৫,০০০ টাকা করে

খ) ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম:

বিএএসডি এর কর্ম এলাকার অসহায়, দরিদ্র, উদ্দ্যেমী, বিধবা, সুবিধা বঞ্চিত পুরুষ ও মহিলাদের একত্রিত করে সমিতি গঠনের মাধ্যমে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং পরিবারের আয় বৃদ্ধির জন্য নিজের ও অন্যের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সমাজের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন করার লক্ষ্যে সহজ শর্তে ঋণ সহযোগিতা প্রদান করা হয়। এর ফলে এক দিকে নিজের অভাব বিমোচন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, অন্যদিকে দেশ ও সমাজ থেকে দরিদ্রতা বিমোচন করার মতো অবদান রাখতে পারবে। এ বছর বৈশ্বিক করোনা পরিস্থিতির কারণে স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। প্রকল্পের বর্ণনা নিম্নে তুলে ধরা হল:

১। প্রকল্প: আত্মনির্ভরশীল প্রকল্প-১, আড়াইহাজার সদর শাখা

ঠিকানা: পোস্ট + থানা আড়াইহাজার, জেলা: নারায়ণগঞ্জ

কর্মী: পুরুষ ৩ জন, মহিলা ২ জন, মোট= ৫ জন

উপকারভোগী: শিশু: ২২১৫ মহিলা: ১৬৯৪ পুরুষ: ১৪৫৪, মোট= ৫৩৬৩ জন

উদ্দেশ্য: এলাকার জনগণের মূল পেশা হচ্ছে, পাওয়ার লুম (মেশিনচালিত তাঁত) ও হ্যান্ড লুম (হস্তচালিত তাঁত) চালানো, মুড়ি ও মুরকি বানানো। অত্র এলাকার অসহায়, দরিদ্র, বিধবা, অধিকার বঞ্চিত নারীদের একত্রিত করে সমিতি গঠনের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, কর্ম সংস্থান সৃষ্টি এবং পরিবারের আয় বৃদ্ধির করার লক্ষ্যে সহজ শর্তে ঋণ সহযোগিতা প্রদান করা।

কার্যক্রম	লক্ষ্য	অর্জন	শতকরা হার (%)	সর্বমোট
সমিতি	০২	০০	৯০	৪৫

সদস্য	১২০	৭০	৯০	৮০৭
সঞ্চয় আদায়	৫০	১৫৮৮৯৪০	৫৩	৪১,১৭,৩১৮
মোট কিস্তি আদায়	৯০০	৮৯৩৪৩৩৪	৬০	১৫,৮৬,৫৮,৪৯৬
ঋণ বিতরণ	১৭৫২০০০০	৮৪৮১০০০	৪৮	১৬,৫৭,৫০,০০০
ঋণেরস্থিতি	-	৭০৯১৫০৪	-	৭০,৯১,৫০৪

২। প্রকল্প: আত্মনির্ভরশীল প্রকল্প-০২

ঠিকানা: নারায়ণতলা, সুনামগঞ্জ।

কর্মী: পুরুষ ৪, মহিলা ১, মোট= ৫ জন

উপকারভোগী: শিশু: ৫৫৪, মহিলা: ৮৭৫, পুরুষ: ৮৭৫, মোট= ২৩০৪ জন

উদ্দেশ্য: এলাকার জনগণের মূল পেশা হচ্ছে, কৃষি কাজ ও পাহাড় থেকে পাথর সংগ্রহ করা। এলাকার অসহায়, দরিদ্র, বিধবা, অধিকার বঞ্চিত নারীদের একত্রিত করে সমিতি গঠনের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, কর্ম সংস্থান সৃষ্টি এবং পরিবারের আয় বৃদ্ধির করার লক্ষ্যে সহজ শর্তে ঋণ সহযোগিতা প্রদান করা।

কার্যক্রম	লক্ষ্য	অর্জন	শতকরা হার (%)	সর্বমোট
সমিতি	০১	০১	১০০	৬১
সদস্য	৯০	৯৮	১০৮	৯২৭
সঞ্চয় আদায়	১৯২০০০০	১৭৭৮৫২২	৯২	৪৪,৬৫,৯৪৪
মোট কিস্তি আদায়	১৩৩৮৬৫২১	১২২১১১৫৭	৯১	১৩,৫০,৮৩,৩৯২
ঋণ বিতরণ	১৪৬০০০০০	১১৯২৬০০০	৮১	১৪,৫১,৯৫,০০০
ঋণেরস্থিতি	-	১০১১১৬০৮	-	১,০১,১১,৬০৮

৩। প্রকল্প: আত্মনির্ভরশীল প্রকল্প-৩

ঠিকানা: সদাসদি, আড়াইহাজার, নারায়নগঞ্জ

কর্মী: পুরুষ: ৩, মহিলা: ৩ = মোট ৬ জন

উপকারভোগী: মহিলা: ১০৫০, পুরুষ: ১০৫, মোট= ১১৫৫ জন

উদ্দেশ্য: এলাকার জনগণের মূল পেশা হচ্ছে, পাওয়ার লুম ও হ্যান্ড লুম চালানো, মুড়ি ও মুরকি বানানো। অত্র এলাকার অসহায়, দরিদ্র, বিধবা, অধিকার বঞ্চিত নারীদের একত্রিত করে সমিতি গঠনের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, কর্ম সংস্থান সৃষ্টি এবং পরিবারের আয় বৃদ্ধির করার লক্ষ্যে সহজ শর্তে ঋণ সহযোগিতা প্রদান করা।

কার্যক্রম	লক্ষ্য	অর্জন	শতকরা হার (%)	সর্বমোট
সমিতি	১	০	০০	৭২
সদস্য	১২০	৮৫	৯৬	১,১৫৫
সঞ্চয় আদায়	২৮,৮০,০০০	১৫৩২৯৪৪	৫৩	৩৮,৭৪,৭৩৫
মোট কিস্তি আদায়	৮১,৫৩,৩৬৮	৭৯,৫৯,৯৯৫	৯৮	৬৭,২৫,৬৯৬

ঋণ বিতরণ	১,২০,০০,০০০	৮৬,৭৩,০০০	৭২	৭৬,৫৪,০০০
ঋণেরস্থিতি	১১০,০০,০০০	৯৬,৮২,৯৪৪	৮৮	৬৩,১১,৯৩৫

৪। প্রকল্প নাম: আত্মনির্ভরশীল প্রকল্প-৪

ঠিকানা: ইউনিয়ন: সাইটুলা, উপজেলা: শ্রীমঙ্গল, জেলা: মৌলভিবাজার

কর্মী: পুরুষ: ৪, মহিলা: ১, মোট = ৫ জন

উপকারভোগী: শিশু ৩২০ জন, মহিলা: ৮০৩, পুরুষ: ৬৩, মোট= ১,১৮৬ জন

উদ্দেশ্য: এলাকার জনগণ মূলত: চা-শ্রমিক। এলাকার অসহায়, দরিদ্র, বিধবা, অধিকার বঞ্চিত নারীদের একত্রিত করে সমিতি গঠনের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, কর্ম সংস্থান সৃষ্টি এবং পরিবারের আয় বৃদ্ধির করার লক্ষ্যে সহজ শর্তে ঋণ সহযোগিতা প্রদান করা।

কার্যক্রম	লক্ষ্য	অর্জন	শতকরা হার (%)	সর্বমোট
সমিতি	৫	৩	৬০	৫১
সদস্য	২৪০	১১৫	৪৭.৯১	৯২০
ঋণী	৬০০	৪০৬	৬৭.৬৬	৭৬৫
সঞ্চয় আদায়	২২,৫০,০০০	১৩,৯০,০৬৩	৬১.৭৮	৩৮,৭৪,৭৩৫
মোট কিস্তি আদায়	১,০৬,৮৮,৭৮৩	৭৬,২০,০৭৩	৭১.২৯	৬৭,২৫,৬৯৬
ঋণ বিতরণ	১,২১,৩০,০০০	৮৪,০৪,০০০	৬৯.২৮	৭৬,৫৪,০০০
ঋণেরস্থিতি	৬৫,০০,০০০	৬৩,১১,৯৩৫	৯৭.১০	৬৩,১১,৯৩৫

লক্ষীর সফলতার কাহিনী

লক্ষী রানী ভুইয়া, স্বামী স্বজল ভুইয়া, গ্রাম: ডিগডিগিয়া, পোস্ট: কালিঘাট, থানা: শ্রীমঙ্গল, জেলা: মৌলভীবাজার। লক্ষীর একমাত্র কন্যা প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। লক্ষী ১১/০৩/২০১২ সালে বিএএসডি এর "জুই মহিলা সমিতি", সদস্যা আইডি নং- ৮৪১, তে ভর্তি হয়ে টাকা জমা করে এবং ১ম ঋণ ৫,০০০ টাকা নিয়ে ছোট একটি চায়ের দোকান দেন। ঋণ পরিশোধ করে পরবর্তীতে ২য় ঋণ ১০,০০০ টাকা নিয়ে ও নিজের কিছু জমানো টাকা দিয়ে স্বামীকে রিক্সা ক্রয় করে দেন। ৩য় বার ২০,০০০ টাকা লোন নিয়ে ১ টি গরু ক্রয় করে। বর্তমানে তার ৩ টি গরু রয়েছে। ৪র্থ লোন ১৫,০০০ টাকা নিয়ে তার দোকানে বিনিয়োগ করেছেন। রিক্সা ও দোকান থেকে দৈনিক মোট ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা আয় হয়। তাছাড়া, গরুর দুধ নিজেরা খান ও অতিরিক্ত দুধ বিক্রি করেন। বর্তমানে তার কোন অভাব নেই। স্বামী সংসার নিয়ে তার দিন ভালই চলছে।

ভবিষ্যতে মুদি ব্যবসা আরও বড় করার এবং স্বামীকে একটি সিএনজি কিনে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। বিএএসডি এর প্রতি সে ও তার পরিবার আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

৫। প্রকল্প নাম: আত্মনির্ভরশীল প্রকল্প- ৫, সূতারখালী শাখা

ঠিকানা: গ্রাম: কৈলাশগঞ্জ, পোস্ট: রামনগর, উপজেলা: দাকোপ, জেলা: খুলনা।

কর্মী: পুরুষ: ২, মহিলা: ২, মোট= ৪ জন

উপকারভোগী: শিশু: ৮৫০, মহিলা: ৯৩৫, পুরুষ: ১১২৭, মোট= ২৯১২ জন

উদ্দেশ্য: এলাকার জনগণের মূল পেশা হলো চিংড়ি ও মাছ, কাকড়া চাষ ও সবজি চাষ ও মধু সংগ্রহ করা। অত্র এলাকার অসহায়, দরিদ্র, বিধবা, অধিকার বঞ্চিত নারীদের একত্রিত করে সমিতি গঠনের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, কর্ম সংস্থান সৃষ্টি এবং পরিবারের আয় বৃদ্ধির করার লক্ষ্যে সহজ শর্তে ঋণ সহযোগিতা প্রদান করা।

কার্যক্রম	লক্ষ্য	অর্জন	শতকরা হার (%)	সর্বমোট
সমিতি	২	২	১০০	৩৭
সদস্য	৮০	৬৯	৮৬	৬৯৩
সঞ্চয় আদায়	২২৮০০০০	৫১৭৩৯৫	২৩	২৩,৭৪,০০৯
মোট কিস্তি আদায়	৭৩৩৮০০০	৪৯৩০০৪১	৬৮	২,২৪,০০,১১৯
ঋণ বিতরণ	৮৫৫০০০০	৫৩৩০০০০	৬৩	২,৫৬,৭১,০০০
ঋণেরস্থিতি	০	৩২৭০৮৮১	-	৩২,৭০,৮৮১

গ) বাংলাদেশ ইকোভিলেজ ও পারমাকালচার গ্রাম গঠনের উদ্যোগঃ

জলবায়ুর পেক্ষাপটে অতি ঝুঁকিপূর্ণ দেশের একটি বাংলাদেশের। বিএএসডি বাংলাদেশের পরিবেশ, প্রকৃতি চর্চা, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণগুলি নিয়ে উদ্বিগ্ন এবং তাই এই অবস্থার সাথে কিভাবে সাধারণ জনগণ মানিয়ে চলতে পারে সেই ব্যাপারে বিএএসডি দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছে। এই উদ্যোগ গুলি শক্তিশালী করতে বিএএসডি সারা দেশে ইকোভিলেজ তৈরি করতে শুরু করেছে। এর পেক্ষিতে দক্ষিণাঞ্চলের ৬০ টি প্রত্যন্ত গ্রামে, যেমন-খুলনার দাকোপ উপজেলা ও বাগেরহাটের মোংলার উপজেলায় সাধারণ গ্রামগুলিকে ইকোভিলেজে রূপান্তরের কাজ করছে।

তাছাড়া, বিএএসডি বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত ১০ টি এনজিও এর সাথে ১৫ টি সাধারণ গ্রামকে ইকোভিলেজে রূপান্তরের জন্য কাজ করছে। এ বিষয়ে শিক্ষা, উন্নয়ন এবং ১০০০টি গ্রাম ও শহরে ইকোভিলেজে রূপান্তরের কাজ করার জন্য বিএএসডির দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা রয়েছে এবং বিএএসডি আশা করছে কমপক্ষে ১০,০০০ কৃষক, শিক্ষক, ছাত্র, নেত্রীবৃন্দ, গবেষক এবং জিও-এনজিও কর্মীদের পারামাকালচার ইকোভিলেজ ডিজাইন বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করবে যাতে তারা পরিবেশের সাথে বন্ধুভাবাপন্ন ও সবুজ হতে পারে।

ঘ) নেটওয়ার্কঃ

বিএএসডি নিম্নের নেটওয়ার্কগুলোর সাথে যুক্তঃ

Climate Change Mitigation and Adaptation Network (C-MAN)
Global Ecovillage Network Oceania and Asia (GENOA)
Global Ecovillage Network (GEN)
Gaia Education, Scotland
Disadvantage Adolescents Working NGOs (DAWN)
Credit and Development Forum

ঙ) বোর্ড মিটিংঃ

কার্যকরী পরিষদের সভা= ৯ টি
সাব-কমিটির সভা= ৫ টি
সাধারণ পরিষদের সভা= ১টি
মোট= ১৫ টি

চ) অর্থনৈতিক প্রতিবেদন:

জুলাই, ২০১৯ থেকে জুন ২০২০ অর্থবছরের অর্থনৈতিক প্রতিবেদন সাথে যুক্ত করা হলো।

উপসংহার:

বিএএসডি এর প্রকল্পগুলি সবই দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত। বৈশ্বিক করোনা পরিস্থিতির কারণে কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যাঘাত ঘটেছে, তবুও বিএএসডি থেমে নেই। এই সকল সমস্যা সমাধান করে বিএএসডি এলাকার নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং বেকার/দিন মজুরদের স্বাবলম্বী করার জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সক্ষমতার উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। দুর্যোগের সাথে খাপখাওয়ানোর লক্ষ্যে কৌশল স্থাপন, প্রশিক্ষণ, সেমিনারের আয়োজনের মাধ্যমে দেশের মানুষকে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করার মাধ্যমে জীবনে সংগ্রাম করে বেচেঁ থাকতে শিখিয়েছে। সেই সাথে রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগণের আর্থিক, পরিবেশগত উন্নয়ন ও করোনা রোগ থেকে রক্ষা করে যাচ্ছে। সার্বিকভাবে বিএএসডি, সরকারী- বেসরকারী ও দেশী-বিদেশী সংস্থার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘ একটি বছর আর্থিক সহায়তা ও সুপরামর্শ দিয়ে পাশে থাকার জন্য দাতাগোষ্ঠী Transform Aid International, Tearfund Australia, Quaker Service Australia এবং LUSH Limited, UK প্রতি বিএএসডি ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ। তাছাড়া, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতি কৃতজ্ঞ তাদের সহযোগিকতার জন্য। তাছাড়া, বিএএসডির সকল সদস্য এবং কর্মীবৃন্দর প্রতি কৃতজ্ঞ, কেননা তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রকল্প সমূহের লক্ষ্য অর্জনে বিশেষ অবদান রেখেছে। সর্বোপরি, নির্বাহী কমিটির কাছে বিএএসডি কৃতজ্ঞ, তাদের সুষ্ঠু পরিচালনা ও দিক নির্দেশনার জন্য।